তারিখ 04 MAR 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

দৈনিক
আমাদের সময়

বিশ্ববিদ্যালয়ে কমছে না যৌন হয়রানি

সানাউল হক সানী ●

বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় উচ্চশিক্ষার তীর্থস্থান। এখানে শুধু জ্ঞান বিতরণই হয় না, শিক্ষা নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি নানা বিষয়ের উদ্ভাবনও হয়। এই তীর্থস্থানে জ্ঞান বিতরণের নামে শিক্ষকরা যখন ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করেন তখন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি হয়। গত দশ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই ২৫ জনের বেশি শিক্ষকের যৌন হয়রানির ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। তবে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা নানা কারণে ধামাচাপা পড়ে যায়। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরাও সম্মানের ভয়ে বিষয়টি গোপন রাখেন।

জাতিসংঘের নারীবিষয়ক অধিসংস্থা ইউএনউইমেনের ২০১২ সালে এক জরিপে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ৭৬ শতাংশ ছাত্রীই কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হন। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আরও খারাপ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হার সবচেয়ে বেশি– ৮৭ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোয় ৭৬ শতাংশ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৬ এবং মেডিক্যাল কলেজে যৌন হয়রানির শিকার হন ৫৪ শতাংশ ছাত্রী।

সর্বশেষ গত সোমবার ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সাময়িকভাবে বাধ্যতামূলক ছুটিতে থাকার পর এবার চূড়ান্তভাবে চাকরি হারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) এক শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চাকরিচ্যুত শিক্ষক হলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাহদাৎ হোসেন। গত বছরের ২৭ জুন ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও

শিক্ষকের নৈতিক স্খলন

উপাচার্য বরাবর অভিযোগ করেন একই বিভাগের সাবেক দুই ছাত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গঠন করলে কমিটির প্রতিবেদনসাপেক্ষে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে চাকরিচ্যুতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

একই দিনে 'অশ্লীল চিত্রের' মাধ্যমে ক্লাস নেওয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের এক শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বরখাস্ত অধ্যাপক ড. মো. রিয়াজুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে।

মাত্র মাস দুয়েক আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এমরান হোসাইনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এর আগে তার বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠার পর বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। তদন্তে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এর আগে ২০১৫ সালের ৩০ জুন এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির দায়ে ঢাবির এক শিক্ষককে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। চাকরিচ্যুত শিক্ষক হলেন থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম। নিজ বাসায় যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে। এর পর ঘটনা জানাজানি হলে ওই শিক্ষককে অবরুদ্ধ করেন শিক্ষার্থীরা। তাকে বিভাগের চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। আন্দোলনের মুখে সাময়িক বরখাস্ত ও পরে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়।

এতসব ঘটনায় পদক্ষেপ নেওয়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবেই মানছেন সচেতন শিক্ষকরা। তবে কয়েকজন শিক্ষক দাবি করেন, অনেক প্রভাবশালী শিক্ষক একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও তাদের বিচার ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। সর্বশেষ শাস্তি পাওয়া প্রায় সব শিক্ষকই বর্তমান প্রশাসনের ভিন্নমতের অনুসারী। গত ২০ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয়ে কমছে না যৌন হয়রানি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এক শিক্ষককে যৌন হয়রানির অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং এ বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ বিষয়ে দ্রুত তদন্ত করে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানা যায়, ক্লাসের কথা বলে নিজ বিভাগের এক ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে যৌন নিপীড়ন করেন সাময়িক বরখাস্ত হওয়া ওই শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. আবদুল হালিম প্রামাণিক। এ ছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছরে অন্তত চারটি যৌন হয়রানির অভিযোগ উত্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে। একই চিত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে যৌন হয়রানির দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও। কঠোর নিয়ম আর তথ্য প্রকাশের অবাধ প্রবাহ না থাকায় অনেক সময় বিষয়গুলো বাইরে জানার সুযোগ থাকে না। তবে এর পরও আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে ব্ল্যাকমেইল করে যৌন হয়রানির ঘটনা আলোচিত হয় সারা দেশে। দীর্ঘদিন আন্দোলন করে অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের শাস্তি নিশ্চিত করে শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে যৌন হয়রানির।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ ও ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই এখন রাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন না অনেক ক্ষেত্রে। ভোট বাড়ানোর জন্য অযোগ্যদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এসব অপরাধ দূর করতে হলে সামাজিক চেতনা বাড়ানোর পাশাপাশি রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে শিক্ষকতাকে।

ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আমাদের সময়কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকা ভয়াবহ নৈতিক স্খলন। আমরা এসব বিষয়ে খুব কঠোর অবস্থানে। তবে কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ের তদন্ত সময়সাপেক্ষ বিধায় বেশি সময় লাগে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ঘটনায় নেওয়া হয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। অনেককে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। অনেককে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারও করা হয়েছে বলে জানান তিনি।